দৈনিক জনকণ্ঠ

2/7/2000

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ..১.. কলাম.....৬.....

ক্যাম্পাস উত্তপ্ত ॥ হল দখলে ছাত্রদল ও শিবিরের তোড়জোড়, ছাত্রলীগও প্রস্তুত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে শনিবার গভীর রাতে গুলি বর্ষণে পুরো ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এভাবে প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন না কোন হলে গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় যতই ঘনিয়ে আসছে, ক্যাম্পাস পরিস্থিতি ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। হলে অবস্থানরত ছাত্রলীগ ক্যাডার বাহিনীগুলো সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বাইরে থেকে অস্ত্র ও ক্যাডার সরবরাহ শুরু করেছে, ছাত্রলীগের এক

(১১- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

ক্যাম্পাস উত্তপ্ত

(প্রথম পাতার পর)

গোপন বৈঠকে ক্যাম্পাস ধরে রাখার চূড়ান্ত পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডারদের সম্মিলিত আক্রমণে আগামী ১৪ জুলাই হল দখলের কথা শোনা যাচ্ছে। ক্যাম্পাসে সকল মহলে উদ্বেগ-আশঙ্কা বিরাজ করছে।

শনিবার রাত একটা ৩৮ মিনিটের সময় বঙ্গবন্ধু হলে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা গুলি বর্ষণ করে তাদের সশস্ত্র অবস্থানের কথা জানান দিয়েছে। গুলির শব্দে পুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এভাবে প্রতিদিনই গভীর রাতে ক্যাম্পাসে দু'চার রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটছে। হলগুলো রক্ষার জন্য ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত ক্যাডারদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের জন্য কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিরা বৈঠকে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত বৈঠকের সিদ্ধান্ত গোপন রাখা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর যুবলীগের যে নেতাদের যত্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি হলে ছাত্রলীগ অবস্থান নিয়েছে, এবারও সরকারের শীর্ষ মহল থেকে হল রক্ষার জন্য তাদের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। এদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ক্যাডাররা শিবির ক্যাডারদের নিয়ে যৌথ হামলার মাধ্যমে হল দখলের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে, যে কোন মূল্যে তারা এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছে। ছাত্রদলের হল দখলকারী বাহিনীতে যশোর, চট্টগ্রাম এবং ভোলার নামকরা হিটার সূটাররা যোগ দিচ্ছে। ছাত্রদলের এক নেতা বলেছেন, ছাত্রদল এখন ছয় গ্রুপে বিভক্ত, কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে হল দখল সম্ভব নয়, এদিকে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনকণ্ঠকে বলেছেন ছাত্রদলে কোন বিরোধ নেই। ছাত্রদল নেতাকর্মীরা সকলমান-অভিমান ভুলে সময়ের প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ চাঙ্গা হয়ে উঠছে। হল দখল প্রশ্নে তিনি বলেন জুলাইর দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যভাগে সহাবস্থানের দাবি জানানো হবে, দাবি অগ্রাহ্য হলে ক্যাম্পাস অচল করে দেয়া হবে। কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত আমাদের অধিকার বুঝিয়ে না দিলে যে কোন মূল্যে অবস্থান নেয়া হবে; তবে রক্তপাত এড়াতে সকল ধরনের কৌশল অবলম্বনের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।